Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-১৯৯৫: সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন এবং সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক

মোঃ আলী আজম খান *[১]

সার সংক্ষেপ

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার উপর। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ দীর্ঘদিন থেকে অনেকাংশেই অকার্যকর। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জাতীয় সংসদ। সংসদীয় কার্যক্রমে যদি জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা না থাকে তাহলে আইনের শাসন সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে। জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও বিরোধীতামূলক। উভয় দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত খুবই কম। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধীপূর্ণ আন্ত:সম্পর্কের উৎসমূল এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ১৯৯০ সালে তিনটি রাজনৈতিক জোট ও ছাত্র জনতার সম্মিলিত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সেনা সমর্থিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হবার পর দেশের সরকার ব্যবস্থা কী হবে এই প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ ঐক্য প্রতিষ্ঠার ফলে সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ হয় এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পুন:প্রবর্তন ঘটে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বিরোধীতায় রূপ নেয়। যা আজও টিকে আছে। সরকার ও বিরোধী দলের এরূপ নেতিবাচক সম্পর্ক উৎঘাটনের জন্য পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম যথা সরকারি ও বেসরকারি বিল, আর্থিক কার্যাবলী, তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন, তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন, স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন, অর্ধঘণ্টা আলোচনা, মূলতবী প্রস্তাব, বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ও অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের শুরুতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটলেও মাগুরা ও মিরপুর উপনির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। যদিও অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। পঞ্চম সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমও ছিল পারস্পরিক বিরোধীতামূলক। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত বেসরকারি বিলের অধিকাংশই বাতিল হয়ে যায়। অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের প্রাপ্ত নোটিশের অধিকাংশই স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল বিরোধীতামূলক।

মূল বিষয়সূচক শব্দ: *জাতীয় সংসদ, সরকার, বিরোধী দল, সংসদীয় কার্যক্রম, রাজনৈতিক দল, পারস্পরিক সম্পর্ক, সংসদীয় গণতন্ত্র*

[1] সিনিয়র প্রভাষক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

* Corresponding Authors email: drazamkhan1970@gmail.com.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ভূমিকা

জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের আন্ত:সম্পর্ক বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম বিশ্লেষণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জাতীয় সংসদের ইতিহাসে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সমঝোতার অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে পঞ্চম জাতীয় সংসদে। পঞ্চম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে একই সাথে সহযোগিতামূলক এবং বিরোধিতামূলক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়টির অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানের জন্য জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। সুতরাং এ লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদের গঠন, সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন, সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত গঠনের স্বরূপ সংসদের ভিতরে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ, যথা- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, আর্থিক কার্যক্রম এবং সংসদীয় তদারকিমূলক কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

১) পঞ্চম জাতীয় সংসদে (১৯৯১-১৯৯৫) সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্কের স্বরূপ কী?

২) সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক তৈরী না হওয়ার কারণগুলি কী?

গবেষণার উদ্দেশ্য

১) জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ অনুসন্ধান করা।

২) সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের অর্ন্তনিহিত কারণ বিশ্লেষণ করা।

৩) ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত্যে সৃষ্টির স্বরূপ জানা ও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কর্মটি মাধ্যমিক তথ্যের উৎস ব্যবহার করে পরিচালনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে জাতীয় সংসদের কার্যবাহ, সংসদ বির্তক, গেজেট, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নির্বাচনী রিপোর্টিং, নির্বাচনী ইশতেহার এবং বিভিন্ন গবেষকের প্রকাশিত গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে সমূহের গুনগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর তিন জোটের মনোনীত উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করেন। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে তিনি নির্বাচন কমিশন পুন:গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব পালনে

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

কোনরূপ অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান সম্বলিত নির্বাচন কর্মকর্তা অধ্যাদেশ (বিশেষ বিধান) ১৯৯০ জারী করেন (হোসেন ও আহমদ, ২৫৮-২৫৯)।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৭৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনে ২৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (Hasanuzzaman, 1998: 138)। নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করে (আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৯১)। অপরদিকে বিএনপি সরকার পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে নিরবতা পালন করলেও জিয়া প্রবর্তিত বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রতি এ দল আস্থাশীল বলেই প্রতীয়মান হয় (হাসানউজ্জামান, ২০০৯: ৩৭)। রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে গণতন্ত্রের জন্য জনগণের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের লক্ষ্য অর্জন ও ধারণে নির্বাচনী ইশতেহার যথাযথ নয়। দলগুলি ইশতেহারে সংকীর্ণগত দলীয় স্বার্থকেই সমুন্নত রেখেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে উৎপাদন-বণ্টন সুযোগ-সুবিধা দান গণউন্নয়ন প্রভৃতি মৌল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দিক-নির্দেশনা নেই (হোসেন ও আহমদ, ২৩১)।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪০টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ৮৮টি আসনে। জাতীয় পার্টি এরশাদ ৩৫টি এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন পায় (Baxter and Rahman, 1991: 687)। নিম্নের সারণিতে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল দেওয়া হলো।

সারণি – ১.১

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
বিএনপি	৩০০	১৪০	৩০.৮১
আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাকশাল	৬৮	৫	১.৮১
কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	৫	১.১৯
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	৩১	১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	০.৪৫
	৪২৮	১০০	৩৪.২৯
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
জামায়াত-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	০.১৯
জাসদ (সিরাজ)	৩১	১	০.২৫
এনডিপি	২০	১	০.৩৬
ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	১	০.৭৯
জাসদ (রব)	১৬১	-	০.৭৯
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১২৫৯	৩	৮.৪৭
মোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

উৎস: রশীদ, হারুন-অর (২০১৩), *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পৃ. ৩৬৮।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শতকরা ৫৫.৩৫ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে (Maniruzzaman, 1992: 211)। নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল মেনে নিলেও নির্বাচন উত্তর বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ তোলেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের ৪ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল, জাপানের সংসদ ডায়েট এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল এবং SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) এর চার দেশীয় প্রতিনিধি দল নির্বাচনের দিন অনেকগুলি নির্বাচনী কেন্দ্র পরিদর্শন করে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বলে তাদের মতামত প্রকাশ করেন (Hakim, 2001: 60-61)। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধী দল ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় তিন জোটের রূপরেখা মোতাবেক সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানায় এবং এ সম্পর্কিত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে। এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে তার পূর্ব পদে ফিরে যাবার বিধান সম্বলিত সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী নামে দু'টি বিল সংসদে উত্থাপন করে। দীর্ঘ আলোচনার পর সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। একাদশ সংশোধনীর পক্ষে ২৭৮টি এবং দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে ৩০৭টি ভোট পড়ে। জাতীয় পার্টি ও এনডিপি ভোটদানে বিরত থাকে। দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর পর সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা লাভ করে (হোসেন ও আহমদ, ২৬৬-২৬৭)।

সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রশ্নে সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। বিএনপি কর্তৃক সরকার গঠিত হওয়ার পর পরই বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পক্ষে দাবী জানায়। বিএনপি এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবশ্য রাষ্ট্রপতি শাসিত

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সরকারের পক্ষে ছিলেন (সরকার ও বেগম, ১৯৯৬: ১১৫)। আওয়ামী লীগ ইতিপূর্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে জনমত গঠন করে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফিরে যাবার প্রত্যয় ঘোষণা করে। এছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়। পক্ষান্তরে বিএনপি জন্মলগ্ন থেকে ১৯ দফা ভিত্তিক দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থাকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। বিএনপি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এবং ১৯৯১ এর সংসদ নির্বাচনের দলীয় ইশতেহারে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়। সরকার ও বিরোধী দলের এরূপ বিপরীতমূখী অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন সরকারকে ৯০-এর গণআন্দোলনের তিন জোটের যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতিশ্রুতির প্রতি যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানায় (Hakim, 2001: 62)।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার ইসতিয়াক আহমদ বলেন, "There is now a national consensus for parliamentary form of government" (Ibid, 64). জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের ভবিষ্যত সরকার সম্পর্কিত বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক 'সার্বভৌম সংসদ' প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "The confidence the people had on the three alliances and the commitment we made, people are hoping that on the basis of that amendment will come to this parliament and people's rule will be established, Hon'ble Speaker, we have seen in the past there was one man's rule, autocracy was established through presidential form of government. The people do not want that. The people want parliamentary form of government instead of presidential form of government. The people do not want a rubber-stamp parliament. The people want a sovereign parliament. They want that the government be accountable to the parliament" (Ibid, 66).

বিএনপি '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান কেন্দ্রিক তিন জোটের যৌথ ঘোষণা কার্যকর করার নৈতিক বাধ্যবাধকতা মূল্যায়নের জন্য ১৯৯১ সালের ৯ জুন কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করে। সভায় উপস্থিত ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জনই সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাবার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ১০ জুন অনুষ্ঠিত সভায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্য সংসদীয় ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বেগম খালেদা জিয়া সংসদ সদস্যদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের সাথে একমত পোষণ করেন (Ibid, 68)। খালেদা জিয়ার সম্মতির মধ্যে দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে একটি সর্বদলীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এ ধরনের ঐকমত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৯১ সালের ১৫ এপ্রিল পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন বিলের প্রথম নোটিশ উত্থাপন করে আওয়ামী লীগ। এরপর ১৯৯১ সালের ৩০ জুন অনুষ্ঠিত সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিএনপি সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত দু'টি বিলের নোটিশ সংসদে উত্থাপন করে। একই অধিবেশনে

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

১৯৯১ সালের ৪ জুলাই বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন সংসদে সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কিত আরো ৪টি বিল আনেন। ১৯৯১ সালের ৯ জুলাই সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত ৭টি বিল সংসদের সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্যের একটি বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হয়। আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ ছিলেন এই বাছাই কমিটির সভাপতি। বাছাই কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিএনপির ডা: বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ এবং ওয়াকার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন প্রমুখ। এই বাছাই কমিটি ২৯টি বৈঠকে প্রায় ১০০ ঘণ্টা আলোচনা পর্যালোচনা করে ২৮ জুলাই ১৯৯১ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের রিপোর্ট প্রদান করে (চৌধুরী, ১৯৯২: ২৭)। বাছাই কমিটির এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি পাশ হবার পর সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট (Referendum) দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শতকরা ৩৫.১৯ ভাগ ভোটার বিলের উপর তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। প্রাপ্ত ভোটের ৮৪.৩৮ শতাংশ ভোটার সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার পক্ষে মতামত প্রদান করে (Hakim, 2001: 81-82)।

পঞ্চম সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতা সৃষ্টির পেছনে একটি অন্তর্নিহিত কারণ বিদ্যমান ছিল। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনে স্বৈরাচারী শাসনের বিপরীতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে নির্মিত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বাস্তবতার নিরিখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, এরশাদ শাসনামলে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে কোনো নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি সংসদের প্রত্যয়ে রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেও বিপরীতমুখী দলীয় নীতি ও আদর্শ কেন্দ্রিকতার কারণে সরকার বিরোধী একটি সর্বদলীয় ঐক্যজোট গঠনে দ্বিধান্বিত ছিল। গণবিরোধী শাসনের প্রকৃত ভুক্তভোগী জনগণ এবং তাদের বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠন দার্শনিক প্রজ্ঞায় আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রয়াশ নির্মাণে প্রভাবিত করে। মূলত জনতার সম্মিলিত আহ্বান এবং সেনাবাহিনী ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের একটি ভিত্তির উপর দাড়িয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একটি ঐক্যজোট গঠনে সক্ষম হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন দল বিএনপি সরকার ব্যবস্থার প্রশ্নে দলীয় আদর্শগত কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিলেও সংসদের বিরোধী দল আওয়ামী লীগের শক্তিশালী অবস্থান এবং ৯০-এর গণআন্দোলনের তিন জোটের রূপরেখার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের স্বরূপটি আত্ম-উপলব্ধি করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, “Almost all political parties, except the BNP, were committed to the parliamentary system and demanded its reintroduction during the pro-democracy movement and afterwards. Consequently, the BNP, changed its stance, and the fifth

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

parliament elected in 1991 brought in the Twelfth Amendment which was ratified through a referendum" (Riaz, 2013: 11). সরকার ব্যবস্থার প্রশ্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকারি দল বিএনপি ও বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ক্ষণিকের জন্য জাতীয় ঐকমত্যে উপনীত হলেও সংসদ স্থায়ীত্বকালের অবশিষ্ট সময়ে সরকার ও বিরোধী দল জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়েই একমত পোষণ করতে পারেনি।

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক

সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক কার্যক্রমের পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করা হলো। সরকারি ও বেসরকারি বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদে সর্বমোট ২২টি অধিবেশনে ২৭৮টি সরকারি বিলের নোটিশ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৮৪টি বিল উত্থাপিত হয় এবং ১৭২টি বিল গৃহীত হয়। গৃহীত ১৭২টি বিলের মধ্যে ১০২টি সরকারি বিল এবং ৭১টি অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশগুলো ইতোপূর্বে আইন হিসেবে বলবৎ হয় এবং যা পরবর্তীতে শুধুমাত্র অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। জাতীয় সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিলের উপর বিরোধী দলের আলোচনার সুযোগ ছিল সীমিত। উল্লেখ্য যে, পঞ্চম সংসদে ১৮৪টি সরকারি বিলের উপর আলোচনা কালে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক ১০৩টি বিলের উপর বিভিন্ন আকারে জনমত যাচাই বাছাই কমিটি, স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ ও বিভিন্ন ক্লজের উপর সংশোধনী সহ ৮৫৯টি প্রস্তাব প্রদান করেন। তন্মধ্যে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব ছিল ৪০২টি, যার মধ্যে কম ভোটে নাকচ হয় ৪০১টি এবং গৃহীত হয় ১টি প্রস্তাব। বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব আনা হয় ৭৯টি, কিন্তু সবকয়টি নাকচ হয়ে যায়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব আনা হয় ১৮টি কিন্তু কম ভোটে সব কয়টি প্রস্তাবই নাকচ হয়। বিভিন্ন ক্লজের উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয় ৩৬০টি যার মধ্যে ২৮০টি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাকচ হয় এবং গৃহীত হয় ৮০টি প্রস্তাব (চৌধুরী, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ৬৬)। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট যে, সংসদে উত্থাপিত বিলের উপর আনীত বিরোধী দলের সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ বাতিল হওয়ার মধ্য দিয়েও সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

আর্থিক কার্যাবলী

পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট ৫টি বাজেট গৃহীত হয়। ৫টি বাজেট (সম্পূরক ও সাধারণ) আলোচনায় মোট ৭০ কার্য দিবসে (সম্পূরক ১৮ দিন + সাধারণ ৫২ দিন) সর্বমোট ১১৮৭ জন (সম্পূরক আলোচনায় ২১৮ জন এবং সাধারণ বাজেট আলোচনায় ৯৬৯ জন) সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথম তিনটি বাজেট (১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বৎসরের) বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করলেও শেষ দু'টি (১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বৎসর) বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি (পূর্বোক্ত, ৭৭)। বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ গঠনমূলক হলেও পঞ্চম সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত আকারের। পঞ্চম সংসদের

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বাজেট অধিবেশনের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বাজেটের খাতওয়ারী আলোচনার পরিবর্তে অন্যান্য রাজনৈতিক ইস্যুকে আলোচনায় প্রাধান্য দেন। বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবসমূহ স্পীকার ভেটো দিলে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। যার ফলে বাজেট আলোচনায় বিরোধী দলের ছাঁটাই প্রস্তাবসমূহ কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদের আর্থিক কার্যাবলী দেখানো হলো।

সারণি ১.২

পঞ্চম জাতীয় সংসদের আর্থিক কার্যাবলী (বিধি ১১১-১২৯)

বাজেট অধিবেশন	বাজেট আলোচনার দিনের সংখ্যা		আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বাজেট পাসের তারিখ	
বাজেট উপস্থাপনের তারিখ	সম্পূরক	সাধারণ	সম্পূরক	সাধারণ	সম্পূরক	সাধারণ
১২.০৬.১৯৯১ দ্বিতীয় অধিবেশন	৩	১৫	৩৪	১৮৩	১৯.০৬.৯১	১৩.০৭.৯১
১৮.০৬.১৯৯২ ষষ্ঠ অধিবেশন	৫	১৫	৩৫	৩০৬	২৯.০৬.৯২	২৭.০৭.৯২
১০.০৬.১৯৯৩ ১০ম অধিবেশন	৩	১২	১১৮	২৯৩	২০.০৬.৯৩	৩০.০৬.৯৩
০৯.০৬.১৯৯৫ চতুর্দশ অধিবেশন	৫	৬	২১	২৯	২০.০৬.৯৪	২৯.০৬.৯৪
১৫.০৬.১৯৯৫ বিংশতম অধিবেশন	২	৪	১০	৫৮	২৫.০৬.৯৫	২৯.০৬.৯৫
মোট ৫টি বাজেট	১৮	৫২	২১৮	৯৬৯	-	-

সূত্র: চৌধুরী শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৭।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন (বিধি-৪১ থেকে ৫৮)

পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট ৩৭,৯০৭টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৯৩৭১টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নগুলোর মধ্যে ৮৬৯২টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হলেও ৮,২২১টির উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশ্নগুলো ছিল ৪১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত (পূর্বোক্ত, ৮৪)। উক্ত ৪১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে খুব কমই প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এসব মন্ত্রণালয়গুলো হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স, কর কমিশন, মন্ত্রীপরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা, নৌ-পরিবহন, পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রভৃতি। সংসদে সাধারণত প্রশ্নোত্তর পর্বের হার দ্বারা কোনো মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার মান যাচাই করা হয়।পঞ্চম সংসদে আলোচিত ৮২২১টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারি ও বিরোধী দল যথাক্রমে ১৩৯৫টি ও ৬৮২৬টি প্রশ্ন

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

উত্থাপন করেন। সরকারি দলের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৮৯২টি, স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকা বা আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কিত ছিল ৫০৩টি। অন্যদিকে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৪৭৭৫টি এবং আঞ্চলিক তথা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ছিল ২০৫১টি (পূর্বোক্ত, ৮৫)। নিম্নের সারণিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশনভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব দেখানো হলো।

সারণি ১.৩

পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব (বিধি-৪১-৫৮)

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা		গৃহীত নোটিশের সংখ্যা		উত্থাপিত ও উত্তর প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যা		বাতিল প্রশ্নের সংখ্যা		তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা	
	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন	তারকা চিহ্নিত	তারকা চিহ্নবিহীন
১ম	২০৯৬	৫০২	৭৫৬	১২৮	৫৭৮	৮৫	৫৭৫	৮০	৭৬৫	২৯৪
২য়	৫৫৮৪	১৩৫৪	১৩২৫	২৮৫	১২৮০	২৭৯	৯৫৫	২৩৯	৩৩০৪	৮৩০
৩য়	২৭৪৩	৪৭২	৪১৫	৫৫	৪১৫	৫৫	২৬২	২৯	২০৬৬	৩৮৮
৪র্থ	৪৬২১	১১৯৩	১৫৫৩	৩৫৫	১৫৫৩	৩৫৫	১৪১০	২৩৮	৩৪৫৮	৬০০
৫ম	১২৭৩	৩১৭	৭৮০	৯৮	৭৫	২৭	১২৪	৮৩	৯৮৬	১৩৬
৬ষ্ঠ	২৭৪০	৯৭৭	৭৮০	৫৭৫	৭৫৯	৫৬৩	৭৫২	৩৬৮	১৩২৯	৪৬
৭ম	১৭৫৭	৬৮৮	৩৫৯	২০৫	৩৫৯	২০৫	৩৯৭	২৮১	১০১১	২০২
৮ম	১৭৮১	৫২৯	৩৭১	২০৬	৩৪১	১৮৪	৪৬১	২৫৫	৯৪৯	৬৮
৯ম	৩২৯০	৫৫৪	৩৭৩	১৫৩	১৬৯	৬৮	৩৪০	২০৭	২৫৭৭	১৯৪
১০ম	৩১৬৫	৬৩৩	৯০৫	২৮৬	৯০৫	২৮৬	১১৫৩	৩১৩	১১০৭	৩৪
১১তম	১৮৭৬	৫৩৩	৩৪৮	১১৯	৩৪৮	১১৯	৩১৮	১৭০	১২১০	২৮৮
১২তম	৮০৪	৪০৯	৩৩২	১২৩	৩৩২	১২৩	২০৩	১১৬	২৬৯	১৭০
১৩তম	১৬৯৬	৫০০	৫৮৭	৩০১	৫৫১	২৮২	৫১১	১৭৭	৫৯৮	২২
১৪তম	৩৩১	৮৫	১১১	৩০	৯৬	২৮	২০	১২	২০০	৪৩
১৫তম	৮১৮	২০১	৩৪৭	১২৭	৩৪৭	১২৭	১০৮	৫৫	৩৬৩	১৯
১৬তম	৩৩১	৫৬	১২৩	১১	১২৩	১১	২৮	১০	১৮১	৩৫
১৭তম	২৮০	১০৫	১৩১	৭৩	১৩১	৭৩	১৩	২২	১৩৬	১০
১৮তম	১০০	২৩	৪	১১	৪৪	১১	৫	৫	৫১	৭
১৯তম	১৪৮	২৭	৩৭	৭	২১	৪	৪	২	১০৭	১৮
২০তম	৩৭৭	১৫২	২৪৩	১২৭	১৮৭	১০১	৫৫	২০	৭৯	৫
২১তম	১১৫	৯৭	৭১	৬৩	৭১	৬৩	৯	১৬	৩৫	১৮
২২তম	৭০	৫৬	১৭	২৫	৭	৮		১	৫৩	৩০
মোট	৩৭৯০৭	৯৪৬৩	৯৩৯১	৩৩৬৩	৮৬৯২	৩০৫৭	৭৭০৩	২৭৩৬	২০৮৩৪	৩৪১৩

উৎস: চৌধুরী, শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৫।

তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

পঞ্চম সংসদে তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের নোটিশের সংখ্যা ছিল ৯৪৬৩টি। এর মধ্যে সংসদে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৩৩৬৩টি নোটিশ স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নসমূহের মধ্যে ৩০৫৬টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হলেও ২৬৫৭টি প্রশ্নের উত্তর সংসদে প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ১৬৬২টি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন এবং ৬৬৬টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে প্রদান করলেও বাকী প্রশ্নসমূহের উত্তর তথ্য প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া হয় (পূর্বোক্ত, ৮৮)।

স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন (বিধি-৫৯)

স্বল্পকালীন নোটিশের মাধ্যমে সাংসদগণ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদেরকে প্রশ্ন করে থাকেন। পঞ্চম সংসদে সর্বমোট ২১৪টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় ১০টি প্রশ্ন। ১৮১টি প্রশ্ন বাতিল ঘোষণা করা হয়; ৭টি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন দাতার নিকট ফেরত পাঠানো হয়; অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার কারণে ১৬টি প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায়। স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ১০টি প্রশ্নের মধ্যে থেকে ৫টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হয়। কিন্তু আলোচিত হয় শুধুমাত্র ১টি প্রশ্ন। সংসদে আলোচিত প্রশ্নটি ছিল নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিরোধী দলীয় সংসদ জনাব শেখ হারুনুর রশিদ মিয়া কর্তৃক আনীত। প্রশ্নটি ছিল মংলা বন্দরে অবস্থানরত পানামা পতাকাবাহী সামুদ্রিক জাহাজ এম.ভি. পোলা, এম. ভি. তাছুনা জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত ও জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন (পূর্বোক্ত, ৮৮)। নিম্নের সারণিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্নের (বিধি-৫৯) দেখানো হলো:

সারণি ১.৪

পঞ্চম জাতীয় সংসদে স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন (বিধি-৫৯)

অধিবেশন	পঞ্চম জাতীয় সংসদ			
	প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা	গৃহীত নোটিশ সংখ্যা	বাতিল প্রশ্নের সংখ্যা	তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা
১ম	৩৪	১	১৯ + ৭	৭
২য়	৫৬	৬	৫০	-
৩য়	৩০	২	২৩	৫
৪র্থ	৩৭	৩৭	-	-
৫ম	৬	১	৫	-
৬ষ্ঠ	১৭	-	১৭	-
৭ম	৫	-	৩	২
৮ম	৫	-	৫	-
৯ম	১	-	-	১
১০ম	১৩	-	১৩	২
১১তম	২	-	২	-

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

১২তম	-	-	-	-
১৩তম	৩	-	৩	-
১৪তম	-	-	-	-
১৫তম	১	-	-	১
১৬তম	-	-	-	-
১৭তম	১	-	১	-
১৮তম	-	-	-	-
১৯তম				
২০তম				
২১তম				
২২তম				
২৩তম				
মোট	২১৪	১০**	১৭৮	১৯

* ৭টি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকর্তা সদস্যের নিকট ফেরত পাঠানো হয়।
** গৃহীত ১০টি প্রশ্নের মধ্যে ৫টি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ১টি প্রশ্নের উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সূত্র: চৌধুরী, শরীফ আহমদ, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬): জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৯।

অর্ধঘণ্টা আলোচনা (বিধি-৬০)

সংসদে তারকাচিহ্নিত বা তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত কোন বাস্তব ঘটনার বিশদ বিবরণ জানার ক্ষেত্রে, তিন দলের লিখিত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, স্পীকার সাধারণত সপ্তাহের দু'টি বৈঠকে অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য বরাদ্দ করে থাকেন (পূর্বোক্ত, ৯২)। পঞ্চম জাতীয় সংসদের অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য দাখিলকৃত নোটিশের সংখ্যা ছিল ১৩৩টি। এর মধ্যে আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিশের শতকরা হার ০.৮ শতাংশ। বাতিল নোটিশের হার ৮.৩ শতাংশ। প্রত্যাখাত নোটিশ ৯০.৯ শতাংশ (Ahmed, 2002: 112)। পঞ্চম সংসদে অর্ধঘণ্টা আলোচনার জন্য গৃহীত কোনো নোটিশ সংসদীয় কমিটিতে প্রেরণ করা হয় নাই।

মূলতবী প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী বিধি-৬২) বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ সরকারি নীতি ও সম্পাদিত কাজের জন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংসদে মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের তেরটি অধিবেশনে ১,৭৯০টি মূলতবী প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে আলোচনার জন্য গৃহীত নোটিশের সংখ্যা ৩৮টি। গৃহীত মূলতবী প্রস্তাবের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৫টি, জামায়াতে ইসলামীর ৭টি, এন.ডিপি'র ৩টি এবং ওয়ার্কাস পার্টি জাসদ ও জাতীয় পার্টি ১টি করে (Hasanuzzaman, 1998: 153) । আওয়ামী লীগ কর্তৃক উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাবের বিষয় ছিল, গোলাম আযম কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর আমীর পদ গ্রহণ; হজ্জ ক্যাম্পে পুলিশী অভিযান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলা ইত্যাদি (Ibid, 153-154)। নিম্নে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মূলতবী প্রস্তাবের তালিকা দেখানো হলো।

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সারণি ১.৫

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৩টি অধিবেশনে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাবের তালিকা

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	গৃহীত নোটিশের সংখ্যা	প্রত্যাখাত নোটিশের সংখ্যা	বিরোধী দলের নোটিশ
প্রথম ৫.০৪.১৯৯১-১৫.০৫.১৯৯১	১৮০	২	১৭৮	২
দ্বিতীয় ১১.০৬.১৯৯১-১৪.০৮.১৯৯১	৬১	০	৬১	০
তৃতীয় ১২.১০.১৯৯১-০৫.১১.১৯৯১	১৪৯	১	১৪৮	১
চতুর্থ ০৪.০১.১৯৯২-১৮.০২.১৯৯২	২৪৯	১	২৪৮	১
পঞ্চম ১২.০৪.১৯৯২-১৯.০৪.১৯৯২	৮৮	১৪*	৭৪	-
ষষ্ঠ ১৮.০৬.১৯৯২-১৩.০৮.১৯৯২	১৭	০	১৭	০
সপ্তম ১১.১০.১৯৯২-০৬.১১.১৯৯২	১২৯	০	১২৯	০
অষ্টম ০৩.০১.১৯৯৩-১১.০৩.১৯৯৩	২৯৫	৪**	২৯১	-
নবম ০৯.০৫.১৯৯৩-	৭৭	২২	৫৫	১৫
দশম ০৬.০৬.১৯৯৩-১৫.০৭.১৯৯৩	৯৬	১	৯৫	১
একাদশ ১২.০৯.১৯৯৩-২৭.০৯.১৯৯৩	১৫৮	১	১৫৭	১
দ্বাদশ ২১.১১.১৯৯৩-০৮.১২.১৯৯৩	১১৬	৭	১০৯	৬
ত্রয়োদশ ০৫.০২.১৯৯৪-০৭.০৩.১৯৯৪	১৭৫	১১	১৬৪	১১
সর্বমোট	১,৭৯০	৬৪ (১০০%)	১,৭২৬	৩৮ (৫৯.৩৭%)

* পঞ্চম অধিবেশনে রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থির উপর গৃহীত ১৪টি নোটিশ আলোচিত হয়। উক্ত অধিবেশনে বাতিল নোটিশের অধিকাংশই ছিল গোলাম আযম এবং গণআদালত সম্পর্কিত, না নোটিশে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

** গৃহীত নোটিশের বিস্তারিত বিবরণ জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাদের সারাংশে পাওয়া যায়নি।

উৎস: Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: UPL, p. 153.

বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী বিধি-১৩০)

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২২টি অধিবেশনে মোট ৫৫৩২০টি বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ব্যালটে প্রদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক ১৮৫০০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৬১৭৮টি প্রস্তাব নাকচ হয়। ২০৬৪৬টি প্রস্তাব অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার কারণে স্পীকারের নিকট পেশ করা হয়নি। সংসদে আলোচিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ৬৩টি ছিল সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের, যার মধ্যে ৪১টি জাতীয় বিষয়ভিত্তিক এবং ১২টি নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে টেলিভিশন রিলেসেন্টার স্থাপন, কলেজ সরকারিকরণ, বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন, বয়স্ক শিক্ষা

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

কেন্দ্র চালু, নদী ড্রেজিং, সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, বিবাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ, রাস্তা সম্প্রসারণ, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি (চৌধুরী, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ১০৫)।

সংসদে উত্থাপিত বিরোধী দলীয় ৪৯টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩৪টি জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ১৫টি আঞ্চলিক তথা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে সুদমুক্ত কৃষি ঋণ ব্যবস্থা, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ, মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধকরণ, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় নৌ পুলিশ গঠন, সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ বিক্রিতে ভুর্তকী প্রদান ইত্যাদি। পঞ্চম সংসদে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে দু'টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ৩টি প্রস্তাব স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ সাপেক্ষে পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয় (পূর্বোক্ত, ১০৫)।

অনাস্থা প্রস্তাব

সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার বা সরকারের দায়িত্বশীলতা কার্যকর করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন। ব্রিটিশ সংবিধানে অনাস্থা প্রস্তাবের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে Chalmers এবং Hood Philips বলেছেন যে, "When it (the Cabinet) is said to be responsible to parliament, what is meant is the convention that when their policy is ... Condemned by the House of Commons, they must resign. Such Condemnation may be expressed in two ways: either a measure of substantial importance, introduced or adopted by the Government may be rejected, or a vote of censure may be carried against the government" (Firoj, 2012: 176). সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবটি মন্ত্রীসভার কোনো একজন বিশেষ সদস্যের বিরুদ্ধে কিংবা সমগ্র মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনা যায়। সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরাই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকেন। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। সংসদ সচিবালয়ের সচিবের বরাবর অন্তত ৩ দিনের নোটিশ প্রদান করে যে কোনো সদস্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আস্থাহীনতা জ্ঞাপন করে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করতে পারেন (চৌধুরী, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ৯৬)। উত্থাপিত প্রস্তাবের একটি প্রতিলিপি সচিব যথাশীঘ্র প্রধানমন্ত্রী ও সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করেন। স্পীকার যদি মনে করেন প্রস্তাবটি বিধি সম্মত এবং ১৫৯(১) বিধির অপব্যবহার নয় তাহলে তিনি বিষয়টি সংসদে পড়ে শুনাবেন এবং ভোটে প্রদান করবেন। অন্যূন্য ত্রিশ জন সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে দণ্ডায়মান হলে স্পীকার ঘোষণা করবেন যে, প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়েছে এবং ১০ দিনের মধ্যে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে (পূর্বোক্ত, ৯৬)।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদেরকে যৌথভাবে সংসদের সমর্থন এবং আস্থা অর্জন করতে হয়। অন্যথায় গৃহীত অনাস্থা প্রস্তাবে সরকারের পতন ঘটে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "The Bangladesh Constitution contains that a government sustains till it enjoys the support of the parliament. The article 55(3) of the Constitution reads: 'The cabinet shall be collectively

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

responsible to the parliament'. According to the article 57(2) if the Prime Minister ceases to retain support of a majority of the members of parliament he/she will resign or advise the President to dissolve the parliament. By moving no-confidence motions members of parliament can ascertain whether the Prime Minister has the support of majority members" (Firoj, 2012: 177).

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট পঞ্চম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রথমবারের মত বা সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ (সিরাজ) জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের ৭টি নোটিশ প্রদান করে। উক্ত নোটিশগুলোর মধ্যে স্পীকার বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ আনীত নোটিশটি সংসদে আলোচনার জন্য অনুমোদন করেন। বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, রহমত আলী, আজিজুর রহমান, মির্জা আজম, সিপিবির শামসুদ্দোহা, জামায়াতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী, জাসদ সিরাজের শাজাহান সিরাজ এবং জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দেশের সার্বিক ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার চিত্র উপস্থাপন করে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, রোহিঙ্গা শরণার্থী, সাংবাদিকদের উপর পুলিশী হামলা, প্রশাসনের রাজনীতিকরণ, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা। ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধী দলের সাংসদগণের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক ও যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের পর স্পীকার উক্ত অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করেন। অনাস্থা প্রস্তাবটি যথারীতি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। জামায়াতে ইসলামী ভোটদানে বিরত থাকে এবং এলডিপি ও ইসলামী ঐক্যজোটের সাংসদগণসহ দু'জন স্বতন্ত্র সাংসদ সংসদে অনুপস্থিত থাকেন (Hasanuzzaman, 1998: 150-151)। অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হলেও বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাবটি চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন থেকে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কটের কারণে সংসদীয় কার্যক্রমের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। শাসক দলের সংসদীয় উপনির্বাচনে মিরপুর, ঢাকা-১১ এবং মাগুরা-২ আসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে বিরোধী দল ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানের জন্য দাবি জানিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলে এবং লাগাতার হরতালসহ বিভিন্ন বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে থাকে (হাসানউজ্জামান, ২০০৯: ৪২)। বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবিটি সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হলে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবিটিকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অনমনীয় মনোভাব চলাকালে বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন সদস্য

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন (Hasanuzzaman, 1998: 172)। সংসদ থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "The mainstream opposition thus resigned en masse on 28 December, 1994 keeping their parliament boycott for 300 days and creating an unprecedented example in the world's parliamentary history" (Ibid, 172).

সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের পর একটানা ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিতিতে তাদের আসন শূন্য হবে কিনা এই মর্মে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের নিকট ব্যাখ্যা আহ্বান করলে সুপ্রীম কোর্ট সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের পরামর্শে নির্বাচন কমিশন শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলে সরকার ও বিরোধী দল সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট মেয়াদের ৪ মাস পূর্বেই পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন (চৌধুরী, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ৪২)।

জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান ভারসাম্যপূর্ণ নয়। সংসদে আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রমে গৃহীত সরকারি বিলের পাশাপাশি বেসরকারি বিলের সংখ্যা ছিল নগন্য। তাছাড়া সরকারি বিলে বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সংশোধনীসমূহ এবং বাজেট আলোচনায় বিরোধী দলের ছাটাই প্রস্তাবসমূহ সরকার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে নাকচ হয়ে যায়। সংসদীয় নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম যথা তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন, তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন, স্বল্পকালীন নোটিশে প্রশ্ন, অর্ধঘণ্টা আলোচনা, মূলতবী প্রস্তাব, বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ যথার্থ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের বিষয়টি উভয় দলকে পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানে উপনীত করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক কার্যক্রমে সরকার ও বিরোধী দলের উল্লিখিত সহঅবস্থানের স্বরূপটি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন

পঞ্চম জাতীয় সংসদের শূন্য আসন যথাক্রমে ঢাকা-১১ (মিরপুর) এবং মাগুরা-২ আসনের উপ-নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে একযোগে তিনটি বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী) প্রশ্ন তোলে এবং ভবিষ্যত নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীটি জোড়ালোভাবে তুলে ধরে (Hasanuzzaman, 1998: 163-164)। বিরোধী দলগুলির দাবীর প্রেক্ষাপটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তির যৌক্তিকতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে প্রথম বারের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা গঠিত হয়। ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সুসম্পন্ন হলেও তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানের আওতাভুক্ত করা হয়নি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল বৃটেনে ১৯৪৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উপস্থিতি

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

লক্ষ্য করা যায় এ সম্পর্কে Al-Masud Hasanuzzaman Gi Role of Opposition in Bangladesh Politics MÖ‡š' D‡jøL Kiv n‡q‡Q †h, "... in order to hold a fair election Churchill was given the charge of establishing a 'caretaker government' consisting of conservatives, National Liberals and a few non-party or National Ministers who were prepared to continue in service" (Ibid, 180). তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ পাকিস্তানে ১৯৯৩ সালের জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাতিসংঘের মধ্যস্থতায়, ১৯৯৩ সালে নামিবিয়াতে এবং ১৯৯৫ সালে মোজাম্বিক ও হাইতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় (Ibid, 180)। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি বিরোধী দলের সামনে একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে ১৯৯৪ সালের ২৩ মার্চ দেশব্যাপী অর্ধ-দিবস হরতাল পালন করে। দলগুলি ৭ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ও সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী একযোগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী উত্থাপন করে (Ibid, 164-165)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী দলীয় সাংসদগণ ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে এই রাজনৈতিক সংকট ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক অচলাবস্থায় রূপ নেয় (হাসানউজ্জামান, ২০০৯: ৪২)। এই চরম অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীকে উপেক্ষা করে ১৯৯৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন (Khan, 1997: 579)। অনুরূপভাবে জেনারেল এরশাদ বিরোধী দলগুলির নিরপেক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত দাবীকে উপেক্ষা করে ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। এখানে বেগম খালেদা জিয়া ও এরশাদের দলগত আদর্শের একটি সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে অনড় প্রধান বিরোধী দলগুলি খালেদা কর্তৃক ঘোষিত ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন প্রত্যাখান করে। দেশব্যাপী ধর্মঘট, বিরোধী দলগুলির নির্বাচন বর্জন ও ব্যাপক সহিংস ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দল বিহীন এই নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম (খানম, ২০০১: ১২২)।

সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায় যে, ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে মাত্র পাঁচ থেকে দশ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছে। নির্বাচনে বিজয়ী দল বিএনপি ৪৮টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় এবং শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী আসন লাভ করে। ফ্রিডম পার্টি একটি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ দশটি আসন লাভ করে (হাসানউজ্জামান, ২০০৯: ৪৩)। দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল FEMA (Fair Election Monitoring Alliance) তাদের নির্বাচন উত্তর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, নির্বাচনে শতকরা ১৫ ভাগেরও কম ভোটার ভোট দিয়েছে। New York Times পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৫

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে শতকরা ১০ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এছাড়া কিছু বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ধারণা নির্বাচনে ৭ থেকে ৮ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছে (Hakim, 2001: 138)।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৯৬ সালের ১৯ মার্চ। সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মনোভাব বুঝতে পেরে প্রচণ্ড গণদাবীর মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ ১৯৯৬ মধ্যরাতে ২৬৮-০ ভোটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলটি পাশ হয় (Ibid, 93)।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীকে উপেক্ষা করে বিএনপি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করলেও ক্ষমতাকে সুসংহত করতে পারেনি। জনদাবী পূরণে বিএনপি সরকার সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংযোজন করতে বাধ্য হয়। যদিও পরবর্তীকালে উচ্চতর আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রহিতকরণ করা হয়। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ সাংঘর্ষিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে এরূপ বিবাদমান সম্পর্কের কারণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সহনশীলতা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়।

উপসংহার

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ছিল একইসাথে সহযোগিতামূলক এবং বিরোধিতামূলক। ১৯৯১ সালে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চম সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের এই সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। বিরোধী দল ১৯৯২ সালের ৫ আগস্ট সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। যদিও অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৮৬-১২২ ভোটে পরাজিত হয়। পঞ্চম সংসদের মাগুরা-২ ও ঢাকা-১১ আসনের উপ-নির্বাচনে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হলে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতীয় নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার অভিপ্রায়ে বিরোধী দল কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীটি সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ককে তরান্বিত করে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবীর প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলের সংসদ থেকে ঘন ঘন ওয়াক আউট বয়কট পর্যন্ত গড়ায়। সর্বশেষ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করলে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হয়ে উঠে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমও ছিল বিরোধিতামূলক। আইন প্রণয়নমূলক কার্যক্রমে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক নয়। সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক আনীত বেসরকারি বিলের অধিকাংশই বাতিল হয়ে যায়। সংসদের

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

তদারকিমূলক কার্যক্রমে ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ হতাশাব্যঞ্জক। সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধী দলের প্রাপ্ত নোটিশের অধিকাংশই স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে। পরিশেষে বলা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেলেও শেষ পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের আন্ত:সম্পর্ক ছিল বিরোধিতামূলক। সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই পঞ্চম সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা করলেও শেষ পর্যায়ে এসে এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ সংসদীয় গণতন্ত্রের শুভ সূচনা করলেও সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই শেষ পর্যায়ে এসে এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দূর্বল হয়ে যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

খানম, খাদিজা (২০০১), *এক নজরে সপ্তম জাতীয় সংসদ: নির্বাচনী রিপোর্টিং*, ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)।

চৌধুরী, হাসানুজ্জামান (১৯৯২), *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা: অক্ষর।

চৌধুরী, শরীফ আহমেদ, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র (১৯৯১-২০০৬) জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার।

সরকার, অজিত এবং বেগম, দিলারা (১৯৯৬), "এক নজরে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী রিপোর্টিং", *সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)*, ঢাকা।

হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০৯), *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, ঢাকা: ইউপিএল।

হোসেন, গোলাম এবং আহমদ, তৌফিক, "বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৯১ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত", হোসেন, গোলাম, সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স।

Ahmed, Nizam (2002), *The Parliament of Bangladesh*, England: Ashgate Publishing Company,

Baxter Craig and Rahman Syedur (1991), "Bangladesh Votes 1991, Building Democratic Institution", *Asian Survey*, vol. xxxi, no. 8, August.

Firoj, Jalal (2012), *Democracy in Bangladesh Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Dhaka: Bangla Academy.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

Hakim, Md. Abdul (2001), *The Changing forms of Government in Bangladesh: The Transition to Parliamentary System in 1991 in Perspectives,* Dhaka: Bangladesh Institute of Parliamentary Studies.

Hasanuzzaman, Al Masud (1998), *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, Dhaka: University Press Limited.

Khan, Zillur R. (1997), "Bangladesh Experiments with Parliamentary Democracy", *Asian Survey*, vol. xxxvii, no. 6, June.

Maniruzzaman, Talukder (1992), "The Fall of the Military Dictator, 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh", *Journal of Pacific Affairs,* vol. 65, no. 2, Summer.

Riaz, Ali (2013), *Inconvenient Truths about Bangladesh Politics*, Dhaka: Prothoma Prokashan.

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay